ভোরের কাগজ

তারিখ 26 JUL 1998
পৃঃ ১০ কলাম ২

'শিক্ষায় অর্থায়ন' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা

বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় হচ্ছে কিনা খতিয়ে দেখা দরকার

কাগজ প্রতিবেদক : 'শিক্ষায় অর্থায়ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, শিক্ষা খাতে বাজেটে বরাদ্দ অর্থ যথাযথভাবে ব্যয়িত হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বর্তমানে শিক্ষা খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ আছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার অপচয় হচ্ছে। আর তা রোধ করা সম্ভব হলে শিক্ষার আরো উন্নয়ন সম্ভব হবে। শিক্ষা প্রকল্পন ও উন্নয়ন গবেষণা ফাউন্ডেশন (ফ্রেপড)-এর উদ্যোগে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

গতকাল শনিবার সকালে পলাশী মোড়স্থ সংস্থার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ফ্রেপড-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ। আলোচনায় অংশ নেন ড. আবদুল্লাহ আল মূতী শরফুদ্দীন, ড. মাহমুদুল আলম প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক এম ফেরদৌস খান। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক মুহম্মদ শামসউল হক।

অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া বলেন, বাংলাদেশে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বলে যে প্রথা প্রচলিত আছে প্রকৃতপক্ষে তার কোনো ভিত্তি নেই। যা একেবারেই অবাস্তব। এর থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, তুলনামূলকভাবে এখন প্রাথমিক শিক্ষা খাতে খরচ বেড়েছে। এর কারণ বিশাল জনগোষ্ঠীকে আমরা অশিক্ষিত রাখতে পারি না। ১০ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এ সরকারের লক্ষ্য। তবে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচিতে প্রতিবছর যে ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে তা সঠিকভাবে হচ্ছে না। এতে দুর্নীতির চক্র গড়ে উঠেছে। খাদ্যের বদলে ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হলে অনেক বেশি ফল লাভ হতো।

তিনি আরো বলেন, অনেকে মুদ্রার অবমূল্যায়নকে দেশের প্রেস্টিজ হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। যা হাস্যকর ও দুঃখজনকও বটে। এতে বোঝা যায় আমাদের শিক্ষার মান কোথায়। কারণ দেশের স্বার্থে মুদ্রার অবমূল্যায়ন অযৌক্তিক নয়।

অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে বর্তমানে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবেতন বৃদ্ধির যৌক্তিকতা তুলে ধরে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন পর ছাত্রবেতন মাত্র ১০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। অথচ তুলনামূলকভাবে অন্যান্য দেশে এর চেয়ে অনেক বেশি ছাত্রবেতন আছে।

অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ বলেন, শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে নানা গবেষণা সমীক্ষা চালানো হলে তার ফলাফল বাস্তবায়নে কোনো সরকার বা কোনো কর্তৃপক্ষই এগিয়ে আসেনি। সরকার যারা চালান তারা নিজেদের সর্বজ্ঞ মনে করেন। তারা অপরিবর্তনশীল ও চলতি হাওয়ার পন্থী। এখানে শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনশীলতার সম্পর্ক কম।

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক শামসউল হক বলেন, শিক্ষা হতে উন্নয়নে সুফল পেতে হলে দেশে বর্তমানে বিরাজমান আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে কোন স্তরে কি ধরনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে উপযোগী হবে তা আগে থেকেই গবেষণার মাধ্যমে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। না হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়বে।